প্রকাশক : এ, এম, খানমজলিশ
নলেজ হোম ১৩ প্যারীদাস রোড বাংলাবাজার ঢাকা ১ ; ১৪৬ গভর্ণমেণ্ট
নিউ মার্কেট ঢাকা ৫ মুদ্রক : ওয়াদুদুল হক লালন প্রকাশনী ২৬২ বংশাল
রোড ঢাকা ১ প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৭৮ জুন ১৯৭১ প্রচ্ছদ : কালাম মাহমুদ

সূচী

তুমি নও, তোমাকেই

কিছুদিন শোকে ছিলাম, মোহে ছিলাম

কিছুদিন শোকে ছিলাম, মোহে ছিলাম, কিছুদিন নারীতে
শোকাচ্ছন্ন ছিলাম
আরো কিছুদিন, আরো কিছুদিন
কিছুদিন এদিক সেদিক কিছুদিন ঘোরাফেরায় কিছুদিন
চাঁদ দেখতে দেখতে গোল মাঠের মধ্যে বুনো শিকারী
শস্য তোলার কথা যেমন ভুলে গিয়েছি, ঘরে ফেরার কথা যেমন
তোমাদের মহুয়া মধুর স্মৃতির সঙ্গী হতে হতে নেমে গিয়েছি
বেশ করেছি, বেশ করেছি, বেশ করেছি। কিছু করিনি।
আজ না হয় দু'চারদিন এদিক সেদিক, কিছুদিন এমন তেমন,
কিছুদিন
চলতে ফিরতে চলতে ফিরতে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কোনো
মায়াভরা মেঘ ধুলোর মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছি, বসে পড়েছি
পড়তে পড়তে ধরে উঠেছি একটা করুণ লতার মতো প্রসন্নতা
একটা কোনো কিছুর মতো কিছুদিন জড়িয়ে ছিলাম
কিছুদিন সুখে ছিলাম, স্নেহে ছিলাম,
সুখে দুঃখে সম্পন্ন ছিলাম
চলতে চলতে বসে পড়েছি এইখানে এই জলের ধারে
গোল তাঁবুর মধ্যে সারা শরীর শুয়ে পড়েছি, আর পারি না,
চলতে চলতে চলতে চলতে এইটুকু না, চলতে চলতে
তোমাদের গোলাপ তোলার এই উৎসবে আমি পিছন ফিরে দেখিনি
কিছুদিন নারী কেমন,
লুটিয়ে ছিলাম, কিছুদিন
কাম ও কান্তি চঞ্চলতা অধীর তাকেই অঙ্গে রাখি, কিছুদিন
নারীত্বকে
কিছুদিন শিশুর গন্ধ, কিছুদিন দীর্ঘ দাহ কিছুদিন
অধীনতা

কিছুদিন এই কিছুদিন
চলতে চলতে চলতে চলতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছি
লোকে বলে এইখানে এই মায়াদীঘি, বসন্তকাল,
আমি কোনো মূর্তি চাই না
আরো কিছুদিন চন্দ্রাসক্ত, আরো কিছুদিন ঘুমিয়ে পড়বো,
আরো কিছুদিন।

এক ভিন্ন কড়া নাড়া

কড়া নেড়ে যায় এসে অবাধ্য হাওয়ায় ভাবি
কেউ নিশ্চয় এসেছে,
উঠে যাই মুখ দেখে আসি সে আমার কতোখানি চেনা
দুয়ারে নেমেই সহজ গলায় যদি আমাকেই বলে,
আমি বাড়ি আছি কিনা!
আমি বহুদিন অপেক্ষাতে আছি কোনো একদিন তুমি এসে কড়া নেড়ে
পরিচিত হাতে শুধাবে যাহাকে দেখো তাহাকেই
আমি বাড়ি আছি কিনা!
কেউ যদি মিথ্যা করে বলে আমি বাড়ি নাই, আমিও তো
মাঝে মাঝে ও-রকম বলি বাড়ি নাই, তুমি ফিরে যাবে
তাই অদৃশ্য হাওয়ার এ উদ্ধত কড়া নাড়া আমি কান পেতে
শুনি, শুনি, উঠে যাই।
ফিরে আসি তবু অপেক্ষাতে আছি কোনো একদিন আমার দুয়ারে
ভিন্ন করাঘাত আরো মর্মে বেজে যাবে
সে অস্থির মর্মস্পর্শী গভীর আঘাতে
আমি আমার দিকেই ছুটে যাবো। যেতে যেতে বলে যাবো
আমি বাড়ি আছি আর কোথাও থাকি না
বাড়ি আছি, আমি বাড়ি আছি।

শস্যযাত্রা

তোমাকে ধরবো না এই কালো পাটকেলে কামিজে
খুলে এই অস্থায়ী পোশাক পঁচিশ বছর ভেজা জরাজীর্ণ পাখা
আঁধারে রোদ্দুরে জমা শ্লেষ্মা বসা বুকের ভিতরে
অন্য বুক তুলে নিয়ে
অন্য স্তব্ধ বিস্মিত হৃদয়, হৃদয়হরণ ভালোবাসা ও প্রত্যয়ে
তোমাকে ধরবো এই মেদমজ্জা মাংসের ভিতরে, অন্য পাড়ে।
এই হাত হবে না তখন আর স্থূল মাংসের প্রতীক
পাবে স্বতন্ত্র আকৃতি
তারও অধিক ব্যঞ্জনা, কোনো শুভার্থী সন্ন্যাসী কোনো
কামমুক্ত স্বতন্ত্র পুরুষ
কোনো সৃষ্টিস্পর্শ মর্মমুখরতা কোনো আদিম সন্ন্যাস!
ততোদিন শুধু ভ্রমণের কাল অর্থাৎ ততোদিন তোমার অপেক্ষা।
এই অপেক্ষায় অপেক্ষায় পাখা আরো জীর্ণ হবে
চোখ আরো হবে অন্ধ অনুজ্জ্বল
আরো ক্ষীণ অবসন্ন হবে প্রাণ আরো হবে অধিক বিবর্ণ
ওষ্ঠাগত
শৈশব থেকে এ যৌবন অর্থাৎ বন্দী থেকে এ বাউল
এক স্বপ্ন থেকে জাগরণ
চালাক চতুর ভিন্ন এক দেশের বাসিন্দা ;
সেও কালো পাটকেলে কামিজ এই যৌবনের ঘামমাখা কাঁথা
এও বদলাতে হবে, এই পঁচিশ বছর ভেজা জরাজীর্ণ পাখা
যৌবনের ছেঁড়া এই বেশবাস ফেলে পুনরায় শৈশবের দিকে যাত্রা,
শস্যারম্ভ
তুমুল সন্ন্যাসী তবু শুভার্থী স্বাধীন,
তখন তোমার চুলে সমস্ত শরীরে এই সোনালী শস্যের
স্পর্শ এঁকে দেবো আর
দেখো নারী বাঘ ঈশ্বর ও স্বর্গীয় বিষ নিঃসংকোচে মানুষের
মতোন খেয়েছি।

এইভাবে অভিষেক এইভাবে দাহ

এও এক ভালোবাসা এও সম্পর্ক স্থাপন এও কঠিন মর্মরে
বলে যাও ফিরে আসবে কিনা
যতোখানি যাবে ঠিক ততোখানি ফিরে আসতে হবে,
এটুকু পেরেছি তাই ধরেছি উষ্ণীষে
সিংহের পোশাক পরা একদল অরণ্যমানুষ আজ
এসেছে সাক্ষাতে। চিনতে হবেই তাকে সন্দেহে সদ্ভাবে
মানুষ ও নক্ষত্র যেনো পরস্পর নেমেছে মিছিলে
মানুষের ভিতরেও আরো নক্ষত্র উঠেছে। নক্ষত্রতো অদৃশ্য বাস্তবে,
এসব কিছুই নয় শুধু ভালোবাসা শুধু এক সম্পর্ক স্থাপন
ধুলো থেকে তুলে এনে কোলে বুকে ভরে রেখে দেই
যতোখানি পারো দাও দাহ, দাও অনন্ত বিরহ
মানে কঠিন মর্মরে এই পার্থিব প্রাকৃতে!
এভাবেই আমাদের উদ্ধার ও ঐহিক
প্রাসাদে জমেছে বিষ নাকি স্থির নাকি সর্বনাশ
মানুষের মুক্তি অর্থ মানুষের আরো দৃঢ় স্থিতি
এও এক ভালোবাসা এও সম্পর্ক স্থাপন এও কঠিনে মর্মরে
এইভাবে অভিষেক এভাবেই আরো গূঢ় সম্পন্ন বিবেক!

তাকেই বলি প্রকৃতি

(শহীদ কাদরী-কে)

ভিতর থেকে হয়ে উঠছে তাকেই বলি প্রকৃতি। বাইরে মেঘবৃষ্টি
ঝড়ো হাওয়া
কেমন শিশুর হাতে কাদামাটিতে গড়া, তার কোনো গৃহস্থ চেহারা নেই
তারই এক ডাকে কেনো আমি এমন ঘর ছেড়ে আসবো!

আমি এখনো মাঝে মাঝেই তৃষ্ণার্ত, নদীর কাছে করুণা চাইতে যাই,
ব্যথিত আমি পাহাড়ের কাছে করুণা চাইতে যাই
হয়তো তাদেরও ভিতরে কোথাও এই মানুষের মতো একটা মন আছে,
সেই মনটাই প্রকৃতি।

না হলে এই সবুজ ঘাস কেনো জাজিমের মতো মনে হবে, এই
মেঘ মনে হবে মখমলের মতো
পাখির ভিতর যা পাখিত্ব নদীর ভিতর যা শুদ্ধতা
এর একটা পরিচ্ছন্ন রূপ আছে তাকেই বলি প্রকৃতি।

প্রকৃতি এই কাদামাটিতে গড়া, আঁতুর ঘরের আবেশ মাখানো গন্ধ
তবু এই উলুক ঝুলুক নয় কোনো কিছু নয়
আরো একটা কিছু ভিতর থেকে গড়ে উঠছে জলমাটি হাওয়া সব মিলেই
এই প্রকৃতি

কখনো এই গাছ, বিদেশী পাম ট্রী, কখনো শাদা আরো
সম্পন্ন শরীর সেইসব ভিন্ন যুবতীরা
তাদের সোনালি চুলের স্বাস্থ্যকেই বলি প্রকৃতি
তবু এশিয়া ও ইওরোপে তেমন ভিন্ন কোনো প্রকৃতি নেই
হয়তো নারীরা এখানে শীতপ্রধান, হয়তো বৃক্ষ কোথাও চিরহরিৎ
এই গাছ পাথর প্রকৃতি নয় আমি অন্য কারো ডাকে ঘর ছেড়ে এসেছি।

বাইরে এই মেঘবৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া, এই গাছ পাথর
বহু বছর তাদের পাশাপাশি বেঁচে আছি,
তাদের কৃতজ্ঞতা জানানোর কিছু নেই

আমার হাতে মেঘ পেয়েছে মহিমা, জল পেয়েছে অবয়ব,
পাথর পেয়েছে পূর্ণতা
এতোদিন এই কাদামাটির সংসারে এই ঝড়ো হাওয়ায়
ভিতর থেকে হয়ে উঠছে এই কাদামাটিতে এই ভালোবাসায় তাকেই
বলি প্রকৃতি, এই বেদনাবিধুর!

কল্যাণকুশল হন্তা তোমাদের

কতোখানি নত হলো ফুল তোমাদের ঘাতকতা দেখে
সম্ভ্রমে লুকালো মুখ কতো প্রকৃতির শুদ্ধ সহচর
আরো কতো কালো হলো উহাদের বুক আরো কতো কেঁদেই
ভাসালো!

তোমাদের এই ক্রুর হত্যা দেখে, ভ্রূণবধ, বেপরোয়া বেসামাল
সর্বনাশ দেখে

হে তোরা ঘাতক, তোরো রাজনীতি, হে ক্রুর শাসন!
পালক ওঠার শব্দে প্রতিবাদক্ষুব্ধ কতো গ্রাম উঠে গেলো
কতো মানুষের আসন্ন বসতি হলো তোমাদের ঘর্ঘর ঘর্ষণ
তোমাদের অট্টহাসি, তোমাদের নিষ্ঠুর নিয়ম, তোমাদের নগরকৌশল

তোমাদের এই যৌথ যজ্ঞে বলিদান বলিদান, রক্তাহুতি রক্তাহুতি, দাহ
তোমাদের বিনাশপ্রধান বৃত্তি, পাশবতা, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর নির্দেশ
তোমাদের

এই ক্রুর ব্যবহারে তোমাদের কতো প্রাণ কতো সুস্থ কতো
সর্বাঙ্গীন কতো কুশলতা

ঝরে গেলো, ঝরে গলে নষ্ট হয়ে গেলো।
ভিতরে ফলের মতো পচে গেলো সুস্থ স্বাভাবিক সম্পন্ন কল্যাণ
ফুল নত ফসল বিব্রত পলাতক প্রসন্ন প্রকৃতি
আরো কতো কালো হলো উহাদের বুক, কতো ক্ষুণ্ন হলো পাখি

আরো কতো কেঁদেই ভাসালো।

আরো কতো নত হলো ফুল আরো কতো বিদ্ধ হলো পাখি
আরো কতো আহত আনত হলো ওরা, প্রকৃতির শুদ্ধ সহচর ওরা
কল্যাণকুশল হন্তা তোমাদের পাশবপ্রধান বৃত্তি, যৌথযজ্ঞ,
বলিদান, দাহ, তোমাদের কঠিন ঘর্ঘর
আরো কতো পাখিদের পালক ঝরার শব্দে উঠে গেলো গ্রাম
দেখো পাখি ও প্রকৃতির মতো শুদ্ধ আরো কতো মানুষ লুকালো!

যেতে যেতে অরণ্যকে বলি

(স্বপন আদনান-কে)

এমনও অরণ্য তাকে উদ্দাম মর্মর মূর্তি ধরে নেয়া যায়,
বাতাসের অতি দম্ভ বৃক্ষের সমান উঁচু মেঘ, আরো উঁচু
অরণ্যের সীমা
এও শুধু অরণ্যেরই শোভা পায় এতো উঁচু, এমন বিশাল
তাইতো মর্মরমূর্তি অরণ্যকে নিঃশব্দ প্রস্তর বলে ভ্রম হয়, মনে হয়
এ নৈঃশব্দ্য প্রস্তরেরই প্রাণ।
অরণ্যও অনেকাংশে জলেরই মতোন আস্থাবান অথবা এ জঙ্গমতা
মানুষেরই মতো জন্মগত
মানুষেরই মতো এই স্থিতিগ্রাহ্য পার্থিবতা অরণ্যকে দেখে
মনে হয়
চতুর্দিকে হাত তুলে আমাদেরই আদি কোনো পিতা কোনো
আদিম পুরুষ
রয়েছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন সমাসীন, তারই কায়া
এ জন্যই অরণ্যকে অনেকাংশে পার্থিব মানুষ যেনো লাগে
কখনো কখনো
তাহার ভিতরে বসে দুঃখের গভীর চলাফেরা দীর্ঘ করুণ নিঃশ্বাস
টের পাই
এমন নিশ্চিত ব্যস্ত এতো শব্দহীন এমন নির্জন কোলাহল, ঘুমিয়ে
পড়ার শব্দ
পাথরেরও ঘুম পায়, অরণ্যেরও অবসাদ লাগে,
বৃক্ষের উলঙ্গ মূর্তি আরো গূঢ় অধিক সংযম
আরো খাদ্য পানীয়ের টান এই অবিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ যৌনতা
যা কিনা স্বভাবে বদ্ধ অতি গূঢ় সুদৃঢ় যৌবন, মনে হয়
অরণ্যেতে আছে,
অরণ্যের অধিক অরণ্য সেও হয়তোবা একদিন সৃষ্টি হয়ে যাবে
কিংবা তাও নির্মাণ হয়েই আছে মানুষের সভ্যতার
স্বপ্নের ভিতর

সেইতো প্রস্তর, সেই তাম্র, প্রস্তর যুগের অস্ত্র,
অরণ্য প্রস্তরময়, অরণ্যও আমাদের লোক, তাকেও এভাবে চিনি
মাথায় জড়ানো সাপ পাগড়ির মতোই শাদামাটা
কখনো পশ্চাৎ থেকে দেখে একান্তই ভিন্ন কেউ এসেছেন
তাও মনে হতে পারে,
আমি জানি আমি এই অরণ্যের খুব বেশি কিছুই জানি না
যতোখানি মানুষেরও জানি নিশ্চিতই অরণ্যেরও ততোটুকু
মাত্র জানা যায়
প্রকৃতই অরণ্য কি অধিক হৃদয়গম্য ? পারি, ততোটুকু পারি
অধিক পারি না, ইহার অধিক কোনো কিছুই পারি না।
অরণ্য কি একদিন মানুষেরই মূর্তি ফিরে পাবে এমন
শোকার্ত হবে, দুঃখশীল হবে তার মন
অরণ্যের মনুষ্য স্বভাব মানুষের অরণ্য আকৃতি এও কি সম্ভব
অর্থাৎ যা অরণ্য ও আমাদের উভয়েরই সমান অংশে ভাগ
এই দেখে অরণ্যের নিকট আত্মীয় কেউ অথবা প্রস্তর
আরো মৌন ম্লান হয়ে যাবে
যেতে যেতে ইচ্ছে করে অরণ্যকে একদিন এ কথা শুধাই,
চলে যেতে যেতে।

মেধাহীন এই বৃক্ষ

সহজ ও সম্পন্ন বুদ্ধি বিকল্প জানি না
আড়াআড়িভাবে দেখা যেটুকু তাতেই চেনা যতোটা সম্যক
পরিচয়, এইখানি আমার পেটিকা সাথেই এনেছি
যদি বলো খুলে রেখে যাবো, দিয়ে যাবো অতিঅল্প সম্পূরক মেধা
আরো মূর্খ অতিশয় অপগণ্ড আমি তোমাদের,
আমি তোমাদের কেউ নই জলের অধীন অধিবাসী কেউ
জলের রহস্য মীন, জল বড়ো খল আমি সেখানে খেলেছি
সহজ বুদ্ধিতে আসে যতোখানি যতোটা সম্ভব
ততোটাই আমার বাগ্মিতা, ততোটাই বিদ্যা শুধু, অন্যত্র
অস্পৃশ্য
মেধাহীন এই বৃক্ষ স্পষ্টতই অধিক আমাকে
হা ঈশ্বর আমি এক বুদ্ধিদোষে বড়ো অল্প জ্ঞানী
সহজ বুদ্ধিতে আর কিছুই আসে না,
যতোটুকু চেনা ॥

অপ্রাকৃতিক আমাকে

(তাজুল ইসলাম মলয় ভৌমিক
দুই বন্ধু-কে)

আমাকে আর বাড়তে দেয় না সহজ বাড়ার ভংগী ছিলো
আমাকে আর বাড়তে দেয় না,
ঘাসের মতো লতার মতো বেড়ে ওঠার স্পষ্ট স্বভাব
আমার ছিলো, আমার ছিলো বেড়ে ওঠার আমূল শক্তি
আমাকে আর বাড়তে দেয় না
বাড়তে গেলেই নখ কেটে দেয়, নত করে, নম্র করে
আরো অধিক নুব্জ করে আমায় বলে মানুষ হলে।
ঘাসের মতো লতার মতো আমার নখের শোভা বাড়বে
চুলের বন্য স্পৃহা আমার প্রকৃতিকে বলবে এসো
আমাকে এই বাড়তে দেয় না।
এখন কোনো বাড়া মানে নিজেকেই অংশত বোনা
নিজের গভীর ডালপালাকে কেটে ছেঁটে খর্ব হওয়া
আমাকে কেনো খর্ব করো নম্র করে নুব্জ করো এমন করো
এই বাড়া কি আবদ্ধতা, বদ্ধ হওয়া হয়েই যাওয়া
আমার সহজ বাড়ার ভংগী ঘাসের মতো লতার মতো
নখ বেড়ে যায় চুল বেড়ে যায়
আমি প্রাকৃতিক আমি প্রাকৃতিক
আমার এমন বাড়ার সাহস এখন কারো সহ্য হয় না
আমাকে কেউ বাড়তে দেয় না, ধরে রাখে, নিষেধ করে
আমার নখ বাড়তে থাকুক বাড়তে থাকুক বাড়তে থাকুক
আমার চুল বাড়তে বাড়তে আরো বড়ো হোক আরো বড়ো হোক
যেটুকু বড়ো হলে মানায় যেটুকু বড়ো প্রকৃতিগত
সেটুকু বড়ো হতে তাকে দাও হতে তাকে দাও হতে তাকে
দাও
আমার চুল ও আমার এ নখ আমার স্বভাব এই প্রকৃতি
ঘাসের মতো আমাকে কেউ লতার মতো আমাকে কেউ
আগ্রহে আর বাড়তে দেয় না

বাড়তে গেলেই স্বেচ্ছাচারী নখ কেটে দেয় মূল কেটে দেয়
চুলের দৃঢ় দম্ভ কেটে আমাকে বলে মানুষ হলে
আমি এমন ঘাসের মতো লতার মতো বেড়ে ওঠায় আগ্রহী
হই
কেউ চায় না
আমার নগ্ন নখ কেটে দেয় অপ্রাকৃতিক এই আমাকে
তখন কেবল মানুষ বলে, কাছে টেনে নেয়!

আমার হাতে দুঃখ পাচ্ছো

আমার কাউকে আঘাত দেওয়ার কথা ছিলো না, আঘাত দেওয়ার
কথা ছিলো না, কথা ছিলো না, কথা ছিলো না,
তোমাকে আমার আঘাত দেওয়ার কথা ছিলো না, গোলাপ তোমার
খুনখারাবি, হত্যাকান্ড এসব আমার একটু সয় না
গোলাপ তোমায় আঘাত দেওয়ার নিষ্ঠুরতা ঠিকই আমি করতে চাইনি
আমি বড়ো কোমল ছিলাম, গোলাপ, তোমার মতোই
আমি কোমল ছিলাম
আমার কাউকে আঘাত দেওয়ার কথা ছিলো না, আমি কবি, আমি
কোনো নিষ্ঠুরতা দেখতে চাইনি, করতে চাইনি
নারী তুমি কাঁদবে আমার সহ্য হয় না, গোলাপ তুমি কাঁদবে আমার
সহ্য হয় না, মানুষ তুমি দুঃখ পাবে সহ্য হয় না
আমি কবি বাল্যে আমি যীশুর মতোই কোমল ছিলাম, শুদ্ধ ছিলাম
আমার কাউকে আঘাত দেওয়ার কথা ছিলো না, মানুষ তোমাদের
আঘাত দেওয়ার কথা ছিলো না
গোলাপ তোমায় ভ্রষ্ট করার, নারী তোমায় নির্যাতনের
মানুষ তোমায় দুঃখ দেওয়ার আমার মোটেই কথা ছিলো না
তবু তোমরা আমার হাতে, নারী তুমি আমার হাতে
গোলাপ তুমি আমার হাতে
সবচে কঠিন আঘাত পাচ্ছো, দুঃখ পাচ্ছো।

ইচ্ছা করে, কেনো ইচ্ছে করে

ইচ্ছা করে, কেনো ইচ্ছে করে একদিন উড়ে যাবো,
ফিরেও আসবো না
শুধু পড়ে রবে খাঁচা, খাঁচাতেই সম্ভব করেছি বাঁচা
এই উড়ে যাওয়া, আর ফিরেও আসবো না।
তবু ইচ্ছা করে, কেনো ইচ্ছে করে একদিন
উড়ে যাবো, ফিরেও আসবো না,
পাবে না জলের তৃষ্ণা প্রত্যক্ষ রোদের ক্লান্তি, গাঢ় নিদ্রা
উড়ে যেতে যেতে এই পাখিত্বেই মেলাবো অধিক, হবে প্রেম গভীর প্রণয়
আমি আর কতোটুকু এই নাম মাত্র ছায়া, কায়াটাতো মেকী
একদিন যেতে হবে ঠিকই অতি এক ক্ষুদ্র পাখি হয়ে
তাকে চোখেও দেখিনি
তবু স্বভাবে বুঝেছি পাখি উড়ে যাওয়াটাই তার ধ্যেয়,
সহজ বৃষ্টির মধ্যে অধিকন্তু যায় তারা মেঘের প্রতীক
উড়ে যায়, কিন্তু কেনো উড়েও যায় না, একদিন
উড়েও যায় না,
তাদের আকাশ ছোট্ট খাঁচা তাও পড়ে থাকে, আর
উড়েও যায় না.
কিন্তু আমি উড়ে যাবো কিংবা উড়ে উড়ে ফিরেও
আসবো না
ইচ্ছে করে, শুধু ইচ্ছে করে আমি উড়ে যাই তবু তুচ্ছ এই
খাঁচাখানা থাক।

অবসান

(সানাউল হক খান-কে)

হাহা রব, হায় তোমাদের দিনমান হায় কোলাহল
তোমাদের দিন, সারাদিন, হাহা সারাদিন
তোমাদের করতালি, তোমাদের কোলাহল, কোলাহল
আমি চাই নির্বাপণ, গাঢ় অবসান
গোধূলি বেলায় পাখি, শান্ত অবসন্ন হে গোলাপ,
হে গাঢ় অবসান!
তোমাদের সারাদিন, হাহা সারাদিন, হাহা রব,
হাহা কোলাহল
আমি চাই অবসান অভিমুখী যাত্রা, নির্বাপণ,
গাঢ় অবসান!

বৃষ্টিই হবে না

মনে হয় বৃষ্টি হলে কেটে যাবে ক্লেশ, এই দীনহীন দুঃস্থ দিন
বৃষ্টি হলে কেটে যাবে দুঃখ, অসহায় অক্ষম দীনতা, বৃষ্টি
হলে কেটে যাবে বৃষ্টিই হবে না।
বৃষ্টিতো যৌবনধর্মী, মনে হয় ইচ্ছাতেই অমোঘ মেঘের জন্ম,
এই অসময়ে তাই কল্যাণপ্রসূন মেঘ জন্ম দিতে হবে।
যেনো আরো নগ্ন, আরো নতজানু, আরো সম্পূর্ণ প্রণাম
আরো মেঘ, আরো ভালোবাসা, আরো জন্ম, আরো
অবরোধ, এই ধুলো কেটে যাবে!
হায় ঘৃণিত জন্মের দেশে বড়ো যৌবনই ভিক্ষুক হায়
কোথায় সংলগ্ন সখ্য আকাঙ্ক্ষিত উদ্বুদ্ধ কৃষক
বাবলা গাছের সারি, ঘনমাঠ, শস্যের সেবক কেউ
আকাঙ্ক্ষায় উঠে এসে কোনো নগ্ন কিশোরীর সম্মুখে
দাঁড়াবো, বৃষ্টি হবে
না হলে হবে না!

হিংসাপ্রেম একত্র যাপন

এও কোনো হিংসার অধিক অনুমান
বাগদত্তা, ধুধু পদচারণায় ধ্যেয় সোমত্ত স্বাধীন
সেওতো হিংসায় বাধ্য, তবু নয় বধ্য কি বিনীত
আমি হিংসাপরায়ণ হার্দ্য অথচ উন্মুখ
যাকে পাই তাকেই জড়াই, খুন করে বসি।
এও এক প্রভুভৃত্য খেলা, এও এক কাঁথায় মোড়া অস্থায়ী বাসর
যেনো বাবুইয়ের বাসা
পচা খড়, জল পড়ে, অতিশয় ভালো।
অগ্রাহ্য করি না এও কোনো হিংসার অধিক ভালোবাসা
হয়তো সে অনুমান হয়তো সে হারানো ছড়ানো,
নিরুদ্দেশ উধাও বিদেশী, শুধু দিকচিহ্নহীন, শুধু ক্ষণস্থায়ী
কেনো তুচ্ছ অনুতাপ, কেনো দুঃখ, কেনো ছেলেখেলা,
দুঃখ বড়ো ছেঁড়া কাঁথা, গেঞ্জি গায়ে হন্দহাবা ছেলে
তার সামান্য সহে না, এক চড়ে ফ্যা ফ্যা করে কাঁদে!

সেও এক দুঃখে দূর ভরপুর ছন্নছাড়া ছেড়েছে ঠিকানা
সেও এক দুঃখে ম্লান ভাসমান চাষা শস্যের সংঘর্ষে নেমেছে
সেও এক দুঃখে মগ্ন ভগ্ন হতচ্ছাড়া ক্রুর কান্না হতমান
আমি তাকে সঠিক দেখেছি, কথাও বলিনি
কোথায় কেঁদেছে কতো ব্যথিত মানুষ
আর্ত আহত অক্ষম
আমি জানি কথাও বলি না

হিংসা করি তোমাদের যারা সুখী সন্ত ব্যথিত প্রেমিক
তোমরা যারা দুঃখ পাও, তোমরা যারা কাঁদো, তোমাদের
আমি হিংসা করি, ভালোবাসি, কথাও বলি না।

ইচ্ছাবৃষ্টি

(জাহিদুল হক-কে)

আমার ভেতর কেমন পাতা থর থর হাওয়া কাঁপছে
কাউকে বলবো না আমি কিছুকে বলবো না
আমার এখন ইচ্ছে জাগছে!

নিজের দিকে চাইলে আমি ধরতে পারি এ রহস্য
কোথাও ওলোট পালোট হচ্ছে কোথাও কোমল মাটি কাঁপছে
বুকে কঠিন হাওয়া লাগছে, হাওয়া লাগছে
কী রহস্যে জড়িয়ে এমন মেঘ করেছে
বৃষ্টি হবে, আমার ধানী জমি জুড়ে রহস্য মেঘ বৃষ্টি হবে

আমার এখন ইচ্ছে জাগছে!

কোথাও লেগেছে

শরীরে লাগেনি ততো মর্মে লাগিয়াছে
হয়তো লেগেছে তারো চেয়ে বেশি গভীর
পুরনো প্রাথমিকে কিন্তু চিহ্ন কিছু নেই!
ভালো মানুষের মতো সমবেদনায় গিয়ে যদি বলো
কোথায় লেগেছে চিহ্ন খুঁজেও পাবে না। আমার
আঘাত সেতো শরীরে লাগেনি লেগেছে ফুলের মর্মে
পাখিদের বিশুদ্ধ স্বভাবে, তোমাকেও লেগেছে সংসার,
শিশুর সমান সুস্থ আরো সৌম্য সাধারণে
আমার আঘাতে ক্ষুব্ধ মধ্যরাতে শব্দেরা কেঁদেছে!
কেনো চৌমাথায় হঠাৎ দুপুরে খোলা হিংস্র তরবারি
আক্রমণ পরিশ্রমী মানুষে পথিকে, বিলক্ষণ
বোঝা যায় আদিম উৎসাহ চূড়ান্ত বিদেশী
আহা কোথাও লেগেছে!

লাগেনি শরীরে ততো মর্মে লাগিয়াছে তাই ভিতরে
মুমূর্ষু মৃত বাহিরে কিছু না। আমরাতো এ-রকমই পারি
কাঁধে তুলে শব নিয়ে যাবে তবু হেঁটে চলে যাবো, হেসে
দেবো, হিসি করে দেবো। যেনো মানুষে লাগেনি
কোনো পাথরে লেগেছে, সামান্য কাঁদেনি।

আহা কোথাও লেগেছে। শরীরের কালো রক্ত জমে থাকা
এই সদ্য জামার নীচেই ; আমি নই সে-রকম,
শরীরের মহত্ত্ব মানি না, আরো গূঢ় গভীরে লেগেছে
তাইতো দশটি কাজের দিন শরীরেরই ভর্ৎসনা শুনেছি
শুয়ে শুয়ে একাকী বুঝেছি মুখ পুড়েছে লজ্জায়
এখনো সমান তবু আস্থা রেখেছো, মায়া
তুলে ফেলো নাই। ঠিক এখানে লেগেছে।

প্রকৃত বিবাহ

তোমারও বিবাহ হবে, নারী, নারী কি বিবাহযোগ্য!

তুমি বৃক্ষ কাহার প্রণয়ী হবে,
শব্দ হবে কার পরিণীতা?

ফুলেমোড়া গাড়ি চেপে বিবাহ করিতে যাবে কোন দূরদেশে
আহা বুকে বড়ো বাজে
ছ্যাঁত করে গরম ছেনির ঘা বুকে বড়ো বাজে!

এ আমি কে প্রধান পুরুষ সেজে ধরেছি কঠিন পথ
পার হবো কিশোর কালের ঐ কালো নদীরেখা
এ কোন প্রকৃত কথা, বলে দাও, আমাকে বুঝিয়ে দাও
কোথায় সে দূরদেশে কোন খেলা হবে?
আমি সে কিসের সৈন্য ঐখানে যাবো
মনে বড়ো ভয়, বড়ো পিছুটান, বড়ো অসময়

এ বয়সে সাজে না কাহারো কাছে ভালোবাসা চাওয়া
শুধু এখন দাঁড়িয়ে এই দেখা হওয়া শোভা পায়
আর কিছু নয় আর মায়াবী গৃহস্থ হওয়া নয়
বুকে বাজে, বুকে বড়ো বাজে,
বুকে বাজে, মৃত্যুর অধিক কালো হিম শীতলতা
তুষার দেশের কোন ধাবমান হাওয়ার আঘাত

এ কোনো সময় নয় কাহাকেও ভালোবেসে চলে যেতে পারি
কাহাকেও পুনর্বার নিতে পারি বুকে
বুকে লাগে, বুকে বড়ো লাগে
আমূল শৈশব এসে বুকে বড়ো লাগে,

ধূসর স্মৃতির ভার এসে পিছু টানে

বড়ো ভয়, বড়ো পিছুটান, বড়ো অসময়,
অমন ব্রাহ্মণ বেশ পরনে সোনালি জামা

একা বর বিবাহ করিতে যাবে কোন দূরদেশে
শব্দ কি বিবাহযোগ্যা! নারী কি বিবাহযোগ্যা!
কবির বিবাহ হবে কিসের নিয়মে আহা বুকে বড়ো বাজে!

ওরা আহত মানুষ ওরা

(অসীম, সুকান্ত, শিহাব, আবিদ, মনোয়ার ও মোস্তফা-কে)

গভীর আঘাত সয়ে উঠে দাঁড়ালো মানুষ
এখনো হাত কাঁপছে পা কাঁপছে তার, সে কোনদিকে যাবে
আর একটু হাওয়া এলেই হয়তো নুয়ে পড়তো
এই কলাগাছের কালো মূর্তি

মানুষ তবু ছাড়তে চায় না, ছাড়তে চায় না।

মানুষ তোমার মোমের মতো মূর্তি তুমি ভিক্ষা করে বাড়ি ফিরছো
তোমার কোনো ধীরস্থির প্রকৃতি নয়

বলতে গেলে আর একটু হাত বাড়ালেই জব্দ হবে, পা বাড়ালেই
মনে হচ্ছে হলুদ হাওয়ায় ভিজে
ফিরে এলো আহত কৃষক

তার একটু অবকাশ দরকার, কিছুদিন হাওয়া বদল।
হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে তার বলতে গেলে মাত্র পথ্য
করে উঠেছে একমুঠো ভাত

সুস্থ হয়ে উঠুক আহত মানুষ, ওরা শক্ত হোক ওরা
ধরে বসো না,
কিছু চেয়োনা মানুষ এমনি সেরে উঠুক
মানুষ উঠে দাঁড়াক আবার মানুষ উঠে দাঁড়াক আবার

তাকে বাধা দিওনা!

কিন্তু মানুষ বড়ো ইচ্ছাপ্রবণ এক মুহূর্ত দাঁড়াতে চায় না
কিচ্ছু মানুষ ছাড়তে চায় না, ছাড়তে চায় না
মানুষ কঠিন আঘাত পেয়েছে, হলুদ হাওয়ার আঘাত বুকে
দেখা যায় না,

এই মানুষ কি ভালো হবে না, আরো অধিক ভালো হবে না?

খেয়ে ফেলা চাই

সুন্দরী নীল অবগুণ্ঠনে ঢাকা তাকে তুলে আনতে হবে
শাঁসসুদ্ধ মূলসুদ্ধ তাকে আস্ত গিলে খেয়ে ফেলা চাই
তাইলে হবে, তাইলে হবে, তাইলে শুধু প্রাপ্তি পরমার্থ হবে
প্রেম হানা চায়, খানাতলাশি, লুটতরাজের দাম্ভিকতা
সুন্দরী সে ফুটে আছে তুলে এনে
শাঁসসুদ্ধ মূলসুদ্ধ তাকে
খেয়ে ফেলা চাই, খেয়ে ফেলা চাই, খেয়ে ফেলা চাই
পেতে হলে অমনি করেই পরখ করেন গ্রাহ্যশক্তি
মূলে না ডগায় আছে নীল জলে ঝাঁপ দিতে হয়
পেতে হবে অমনি করেই পেতে প্রাণ রক্ত ঝরায়
পেতে হবে নীল অবগুণ্ঠনে ঢাকা শাঁসসুদ্ধ মূলসুদ্ধ ছিঁড়ে
সুন্দরীকে খেয়ে ফেলা চাই, সুন্দরীকে।

আরো বৃদ্ধ একা আরো উদাসীন

(আতাউর রহমান শ্রদ্ধাস্পদেষু)

আরো নিঃস্ব একা অসহায় যতো দিন যায় যতো এসে ফিরে যাই
আমি যতো তোমাকে দেখি না যতো সম্বোধন করি কোনো কথাও বলো না
একটি জীবন এই নষ্ট হয়ে যায় আরো নিঃস্ব একা অসহায়

কেউ তা জানে না কীভাবে বুকের নীচে গলে যায় এই প্রিয় প্রাণ
তোমাদের অবহেলা, অপমান, রূঢ় উপেক্ষায় তোমাদের

তোমরা দেখেছো তবু কিছুই বলোনি। এইভাবে অবহেলা উপেক্ষায় উপেক্ষায়
আরো নিঃস্ব অসহায় একা ঝরে যায় উপরে খোলসখানি পড়ে থাকে
তাও ফেলে দিয়েছো হিংসায়। যতো দিন যায় যতো একা যতো অসহায়
মনে হয় কেউ নেই একা মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে যদি ডেকে উঠি
কেউ তো আসবে না। আমি আছি মনে হয়, আর কেউ নেই।

যতোদিন যায় যতো একা যতো অসহায় যতো তোমাদের কাছে ফিরে যাই
যতো তোমরা বিমুখ করো ততো বৃদ্ধ হয়ে যায় বুক
ততো অকস্মাৎ ভয়ে কেঁপে উঠি আরো ততো একা নুয়ে পড়ি
তোমাদের এই অবহেলা, এই অপমান
এই রূঢ় কঠিন উপেক্ষা তোমাদের
আরো নিঃস্ব অসহায় একা প্রাণ ঝরে যায়, কতো শিশু কতো শুদ্ধ
কতো সনাতন তারা আহত অধীন

তারা কতোবার হত, কতো পিষ্ট, কতো ব্যভিচারে ভ্রষ্ট তারা
তোমাদের দিকে চেয়ে ফিরে এসে ডেকে কথা বলে তবু
কথাও বলো না। এই একটি জীবন তাও এইভাবে তোমাদের
দিকে চেয়ে নষ্ট হয়ে গেলো।

আরো নিঃস্ব একা অসহায় যতো দিন যায় যতো ফিরে চাই
আরো বৃদ্ধ একা আরো উদাসীন।

আমি কেঁপে উঠি, কেঁদে উঠি

তুমি একদিন আমার জন্য কেঁদেছিলে আমি তাই
বর্ষণ দেখেই বুঝি মেঘের রহস্য ভালোবাসা। আমি
তাই বর্ষণ রাত্রির শেষ মেঘের শব্দের দিকে আজো
কান পেতে থাকি

যদি এই সিক্ত ক্লান্ত বর্ষণের মর্ম ভেদ করে

তুমি আরো একবার কেঁদে উঠো, আরো একবার বলো
বৃষ্টির শব্দের সাথে ফিরে আসিয়াছি।

মাত্র একদিন তুমি আমার জন্য কেঁদেছিলে
সেই এক বিন্দু কান্না, সেই এক ফোঁটা অশ্রু আমি সঞ্চিত রেখেছি,
রেখেছি
বুকের মধ্যে অশ্রুময় মেঘের বর্ষণ সিক্ত এই কোমলতা,
আমি লুকাতে দেইনি।

তুমি একদিন আমার জন্য কেঁদেছিলে আমি জানি তাই আজো
কখনো কখনো আমার প্রকৃতি জুড়ে মধ্যরাতে সিক্ত বর্ষণ। তাইতো
এখনো মেঘে জলের সম্ভার
সে রহস্যে জাগি, জেগে থাকি।

একদিন কেঁদেছিলে, একদিন অন্য কোনো কথা বলো নাই
আমার সম্মুখে তুমি ঈষৎ দক্ষিণে ফিরে নিঃশব্দে শুধু কেঁদেছিলে!

আমি তাই কোনো কোনো বর্ষণের ভারাক্রান্ত রাতে
বুকের ভিতর কোনোখানে এক ব্যথা বোধ করি
মনে হয়, আমার অস্তিত্ব বুঝি লুপ্ত হবে মেঘে, মেঘের ধারায়
আমি কেঁপে উঠি, কেঁদে উঠি!

এই সারাদিন

(জগন্নাথ লালা-কে)

এই সারাদিন আমি গাছের মধ্যে ডুবে ছিলাম, সারাদিন
আমি নারীর মধ্যে ডুবে ছিলাম, তোমার মধ্যে
এই সারাদিন আমার শরীর ফেটে বেরিয়েছে ঘ্রাণ,
ঘাসের মতোই গভীর ও কোমল ভালোবাসা
আমার সারা শরীর ছেয়ে গেছে ঘ্রাণে ঘাসপাতার ঘ্রাণে
এই সারাদিন আমি গাছের মধ্যে ডুবে ছিলাম, সারাদিন
সরাদিন আমি নারীর মধ্যে ডুবে ছিলাম, তোমার মধ্যে
এই সূর্যাস্ত, এই পৃথিবী, দুয়ার খোলা ঘর
একজন দরবেশ এসে আমাদের অধঃপতনের কথা বলে ফিরে
গেলো
একজন আগন্তুক, একজন প্রেমিক, একজন বাউল
গেলো পথ বেয়ে,
এই সারাদিন আমি গাছের মধ্যে ডুবে ছিলাম
সারাদিন আমি নারীর মধ্যে ডুবে ছিলাম, তোমার মধ্যে।

আরো এক জন্মপরে

আরো এক জন্ম পরে আরো এক জন্ম ব্যবধানে
হয়তো এই শরীর নোয়াবো। আজ মনেই হয় না
বুক জুড়ে এতো টান, ভালোবাসা, অদম্য পৌরুষ
ফুলের অগ্রহ ভুলে মনেই হয় না কোনোদিন এই শরীর নোয়াবো।

যদি হয় সেও এক জন্ম পরে
আরো এক জন্ম ব্যবধানে।
এই জন্মে নয় আরো এক জন্ম পরে আমি বৃদ্ধ হতে পারি,
কেঁদে ফেলতেও পারি।
সে এই বৃক্ষেরও পরে এই নারীদের পরে
তার আগে এই শরীরের একবিন্দু জলও ঝরবে না।

একটি নারীও যদি অবশিষ্ট থাকে একটি গোলাপও যদি
উন্মোচিত রাখে তার বুক
আমি শুধু তারই জন্য আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবো বেড়াবো।
মনেই হয় না কোথাও একটি নারী থাকতে এ শরীর ঢলে পড়ে
যাবে, জ্বর হবে, অম্লপীড়া হবে

যে কোনো নারীর জন্য আরো বহু দীর্ঘরাত আরো এক জন্ম
আমি জেগে থাকবো বেড়াবো।
অবসাদে এতোটুকু পাও টলবে না!
আরো এক জন্ম পরে আরো এক জন্ম ব্যবধানে
হয়তো এই শরীর নোয়াবো। তার আগে নয়।

মানুষ ক্ষমা পায় না

(সাবদার, কাঞ্চন ও ইকবাল-কে)

কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে মানুষ এমন পাথর হলো
এমন নুয়ে পড়লো মানুষ, এমন নুয়ে পড়লো মানুষ
মানুষ তবু ক্ষমা পায় না!
বৃক্ষ তুমি ছায়া দাও না, গ্রাম তুমি বুকে নাও না, অরণ্য তুই,
নগর তুমি কঠিন আরো কঠিন হচ্ছো
মানুষ একটু দয়া পায় না, দয়া পায় না।
কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে মানুষ এমন নিঃস্ব হলো
এমন নুয়ে পড়লো মানুষ, এমন নুয়ে পড়লো মানুষ
মানুষ এমন একা হলো, একলা হলো
মানুষ পাথরপ্রতিম হলো, ক্ষমা পায় না!
মানুষ একটু দয়া পায় না, দয়া পায় না!
মানুষ তুমি সমর্থ হও, মানুষ তুমি সমর্থ হও
দুঃখ সহার সমর্থ হও!
কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে কাঁদতে মানুষ এমন করুণ হলো
এমন দুঃখী হলো মানুষ এমন দুঃখী হলো মানুষ
মানুষ তবু ক্ষমা পায় না!

মানুষ কারো দয়া পায় না, একমুষ্টি দয়া পায় না!

তোমাকে উৎসর্গ, দুঃখ

এই বুক শুধু দুঃখ পাওয়ার জন্য
আমার ফাটল ধরা এই বুক
বৃষ্টির মধ্যে থরথর কাঁপা আমার এ-হাত শুধু দুঃখ পাওয়ার জন্য
আমি কাউকে বলিনি আমার দুঃখদীর্ণ এই বুক, বৃষ্টিকাঁপা
এই হাত
এই কালো ক্ষুব্ধ চোখ আমি দুঃখকেই উৎসর্গ করেছি।

আমার জন্য আর কিছুই রাখিনি
সব দুঃখকে দিয়েছি, তোমাকে দিয়েছি,
আমার এ-নগ্ন বুক পরিপূর্ণ দুঃখের দখল।

যতো দুঃখ আছো যতো কাতরতা আছো যতো বিপন্নতা আছো মানুষের
যতো শোক আছো সন্তাপ আছো বিমর্ষ হাহুতাশ আছো
যতো দীর্ঘশ্বাস, যতো দুঃস্থ যতো দীর্ণ যতো কান্নাক্লেশ আছো
আমি তোমাদের জন্য ফুলের মতো গভীর এই বুক,
আগুনের মতো আন্তরিক
এই চোখ, শস্যের মতো স্বাধীন এই হাত উৎসর্গ করেছি।
এই বুকে যতো ভালোবাসা আছে দুঃখ আমি তোমাকে দিয়েছি
চোখে যতো গভীরতা আছে হাতে যতো ধারণ ক্ষমতা আছে
তোমাকে দিয়েছি।

মানুষের যতো দুঃখ ততো ঝলসে যাও বুক
মানুষের যতো শোক ততো বেদনায় কাঁদো চোখ
মানুষের যতো অসহায় কাতরতা ততো প্রার্থনায় সিক্ত হও হাত
আমি দুঃখকেই তোমাদের উৎসর্গ করেছি
এই বুক এই হাত এই চোখ এই ভালোবাসা।

ফিরে তাকাতে মানা

আর ফিরে তাকাবো না আমি, ফিরে তাকাবো না
ফিরে তাকাতে মানা আমার ফিরে তাকাতে মানা
কপাল ভালো দুটি চোখই ভালো আবার দুটি চোখই কানা!
যতোই পিছু ডাকুক আমি ফিরে তাকাবো না
দুয়ারে মেঘ পড়শী দূরের অনেক দিনের চেনা
তারা যতোই ভোজন দক্ষিণা দিক অভাব মিটবে না,
হাতে পায়ে শিকল তবু বাধা মানবে না
পিছে এখন বাঘের ভয় আমার পিছন ফেরা মানা
মড়া পুড়িয়ে ঘরে ফিরছি পিছনে হাত পিছনে পা
চোখের ভিতর অপ্রকাশ্য বলছে ধরে খা
মড়া রেখে ঘরে ফিরছি আমি পিছন ফিরবো না
মায়ের বারণ ঘরে ফিরতে পিছন ফিরবি না
পিছনে এক অপ্রকাশ্য তাকে চেয়ে দেখবো না
নিজে বাঁচলে বাপের নাম, পাপে বাপেরে ছাড়বে না
পিছনে এক অপ্রকাশ্য আমি ফিরে তাকাবো না
ফিরে তাকাতে মানা আমার ফিরে তাকাতে মানা॥

তুমি কিছুই পারবে না

(মুহম্মদ নূরুল হুদা-কে)

যারা পারে তারা অন্যরকম মানুষ তারা অন্যভাবে
গড়ে ওঠা
তারা হাত তুলে হাওয়াও স্পর্শ করে
জলের অদৃশ্য অন্দর থেকেও তুলে আনে
হারানো হীরের আংটি
তারা জানে কীভাবে গভীর বাঁকা জলে মাছ ধরা যায়!

যারা পারে তারা অন্যরকম মানুষ তারা অন্যভাবে
গড়ে ওঠা
তোমাকে সকল দরোজা খুলে দিলেও তুমি কিছুই পারবে না।

এই দাম্ভিক প্রাসাদের প্রতিটি ইটকাঠ এসে তোমার পায়ে
লুটিয়ে পড়লেও তুমি মাড়িয়ে দিতে পারবে না তাদের
তুমি বেদনাকাতর মানুষ!

কাঁদতে কাঁদতে তোমার চোখের সবুজ কালো গোলক
গভীর বিবর্ণ হয়ে গেলেও
তুমি পা বাড়িয়ে কারো দুয়ার মাড়াতে পারবে না।

তুমি একটি গোলাপের খোঁপাও ভাঙতে পারবে না কোনোদিন
একটি পাখির পালক তুলতে পারবে না নিজের হাতে
দুঃখে তোমার বুক যতোই ভারী ও কঠিন হয়ে উঠুক
তুমি সেই একই ঘাটে সকালসন্ধ্যা খেয়া পারাপার করবে
তুমি বেদনাকাতর মানুষ!

কুয়াশার মধ্যে তোমার সেই নিঃশব্দ যাতায়াত
হাওয়ার হলকায় তোমার বুক বার বার কেঁপে উঠবে
সবাই প্রতিকার ও পরিত্রাণের কথা বলতে বলতে
হয়তো আরো অনেক দূরে বহু দূরের চূড়া স্পর্শ করবে
তখনো তুমি এই কুয়াশার মধ্যে সকালসন্ধ্যা খেয়া
পারাপার করছো
তুমি বেদনাকাতর মানুষ!

তোমাকে সব দরোজা খুলে দিলেও তুমি কিছুই পারবে না।

যেনো চলে যেতে পারি

মর্মে গাঢ় দেনা সদ্য বিপাকে ঠেকেছি
এইটুকু বিষণ্ণ অদৃশ্য বহিরাংশে স্থূল,
তাও করেছি ধারণ জানি দুদিকে সমান
ঢালু, অসমান উঠেছে খোয়াই ঐভাবে দিতে হবে
তাকে। তার যতো প্রাপ্যেরও অধিক।
মধ্যবিত্ত মায়া, অহংকার, সামান্য দেমাক
এও জানি নিয়ে যাবে অসাধ্য দেনায়
এই অতি তুচ্ছ ক্ষতি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি
নাহলে এ ঘামরক্তে সর্বক্ষণ যন্ত্রণা হতো না
তোমাদেরই মতো অনায়াসে এই শরীর সমেত
শরীরেরই মধ্যে লুকাবার সেই সার্থকতা নিয়ে
তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে অন্য কিছু শস্য দিয়ে যাবো।
নাকি সমস্ত মীমাংসাহীন আরো কোনো গূঢ় অভিপ্রায়
কোনো কালো ষড়যন্ত্র, কোনো গুপ্ত কঠিন যন্ত্রণা
আমিতো কবেই দেউলিয়া বাইরে কভু বিপন্ন সার্জিন
আর কেনো শুষ্ক পরিপাটি, কেনো বাহুল্য বিন্যাস
পড়ে থাক ইতস্তত সবকিছু বিক্ষিপ্ত বিপুল
ধুলোয় ছিটানো ফুল পরিপূর্ণ এবং সপ্রাণ
তোমাদের তরে এইসব ফেলে রেখে খোলা ঘর হা-করা কপাট
যার যাহা ঋণ, প্রাপ্য না দিয়ে কিছুই
চলে যেতে পারি যেনো এক অপার্থিব ঋণে।

আরো সহজে সাগ্নিক

ভালোবাসার বদলে আমি একখণ্ড আগুন রেখেছি
স্পর্শ করে দেখি তার বুকে প্রাণ আছে কিনা,
তার ঘ্রাণ ও গরিমা কতোখানি!

দুয়ে মিলে কখনো শোকার্ত কখনো নিশ্চিত সুখে থাকা
দুঃখ কিছু নেই। এভাবেই আরো বহু শীত গ্রীষ্ম অতিক্রম করা।

আরো পুণ্যমুখ, আরো পরিত্রাণ
আমি সব ফেলে একখণ্ড আগুন রেখেছি। সহজে হয়েছি
এই ভালোবাসা ভুলে গিয়ে এক অন্ধ অগ্নি উপাসক।
আগুনে সম্পন্ন বড়ো অন্যখানে নেই
মূলত ঐহিক সেও পেয়েছি যৌতুকে, তাকে
সযত্নে রেখেছি

তবু ভালোবাসাবাসি কিছু নেই শুধু প্রথমে ছাড়িনি
এ এক অগ্নিগ্রস্ত মানুষের সর্বগ্রাহ্য অগ্নিপ্রবণতা
লোকে আর কিছুই দেখে না। বলে, ওকে আগুনে পেয়েছে।

আমি মুখ বুজে শুনি। দেখি আরো কতো আগুনের
কাছে যেতে পারি,
তুলে নিতে পারি এই একখণ্ড সমৃদ্ধ আগুন
কতো হতে পারি আরো সহজে সাগ্নিক!

রাস্তায় করিনি কান্ড পুলিশে মেরেছে

রাস্তায় করিনি কান্ড পুলিশে মেরেছে
এই ঢাকা এমন বেকুব বনে গেছে। এতো কিলচড়
হাড়গোড় ভেঙে মারপিট কোনো শব্দই করে না।
ভাবি কেনো রাস্তায় করিনি কান্ড, হিসি করে দেই
নাই খোলা সদরে অন্দরে। ভুল হয়ে গেলো এই
ঢাকাকেই হাড়েমাংসে ভালোবেসে ফেলে। এবার
ফিরিয়ে নিচ্ছি যেটুকু বেসেছি ভালো, যেটুকু দিয়েছি প্রেম
যেটুকু করেছি উদারতা। ভেবেছো পারি না। আমিতো
গাঁয়ের ছেলে উপড়ে এসে শহরে উঠেছি! তখনো বাসিনি ভালো
এখনো বাসি না। শুধু এক প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসাবশে
ভালোবাসা, রক্তে গভীর লালসা, তোমার নগরী রাত্রি
মদ্য ও রমণী স্বেচ্ছাচার শুধু এই জন্য আছি। এটুকু আমার অংশ
আর কিছু নয়, আর আমি তোমাদের কেউ নই
আমি মূর্খ গাঁয়ের মস্তান। শহরেও পারি। এখনো
করিনি কিছু, কিছুই ধরিনি। তোমাদের
ভব্যতাকে জব্দ করি নাই গাঁয়ের ভাষায়, ভাঙি নাই এই
ঠুনকো কাঁচের আব্রু তোমাদের। তোমাদের সুখে ও সম্ভোগে
অদ্য বাদ সাধি নাই। কিন্তু এটুকুতো পারি।
খেলতে এসেছি। একদিন খেলে চলে যাবো। একদিন
ফিরে যাবো গ্রামেফেরা মাছ পাখি মানুষের দলে
তার আগে সবটুকু নেবো। যেটুকু দিয়েছি শস্য
মাটির মহত্ত্ব আর জলের যৌবন। তার সামান্য ছাড়বো না
এই শহরের শেষ সুন্দরীকে উপভোগ করে ফিরে যাবো। আমি
খেলতে এসেছি, এটুকুতো পারি।
আরো বহু নীচে নেমে যেতে পারি আমি
গাঁয়ের মস্তান। ভদ্রতার মুখে পারি
ছাইভস্ম কালিমা মাখাতে। প্রকাশ্য রাস্তায় উঠে মুহূর্তেই
একহাঁটু কাদাজল করে দিতে পারি। এমন কিছু না।

শুধু ধারণা ছিলো না এই ঢাকা এমন বেকুব নির্দয় হতে পারে!
রাস্তায় কাঁরনি কান্ড গেঁয়ো বলে পুলিশে মেরেছে
কিল ঘুষি থাপ্পর খেয়েছি, দেখে কেউ শব্দও করেনি।
আমিতো গাঁয়ের গন্ড মূর্খ চাষা. পোঁদে লাথি তবুও মারিনি
কিন্তু এবারে নেমেছি।

এটুকু না গেলে নয়

এখনো এই ভ্রূর মধ্যে এক ধরনের জটিলতা আছে
এটুকু না কাটলে তুমি পরিশুদ্ধ হবে না!

এটুকু না কাটলে এই আকৃতি যাবে না,
পক্ষী থেকে মানুষ জন্ম, ভ্রূর মধ্যে এটুকু সন্দেহ
আর সবই গেছে, পেয়েছো শুভ্রতা পেয়েছো কান্তি
শুধু ভ্রূর মধ্যে এইটুকু ভুল, জড়িয়ে আছো।

পক্ষী থেকে মানুষ জন্ম কিন্তু ভ্রূর নীচের একটু মোহ
এটুকু না গেলে নয়, তুমি পরিশুদ্ধ হবে না!
এখনো এই ভ্রূর মধ্যে এক ধরনের জটিলতা

এটুকু না কাটলে তুমি আরো শুদ্ধ হবে না!

গোলাপের বংশে জন্ম

(আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-কে)

আমরা কেউ সংঘ সেবকের দলে নেই, আমরা চির দহনদাহনপ্রিয়
মানুষের জন্ম সহোদর
আমরা কবি ও কামুক আমরা পুণ্যাত্মা সন্ন্যাসী
আমরা সামাজিক স্বাস্থ্যসুখবঞ্চিত স্বাধীন
আমাদের হাতে শুদ্ধসংরক্ত গোলাপ তবু কাঁটার আঘাতে
ক্ষত আহত অস্থির
এই শোকে সুখে বড়ো ভালো আছি, বড়ো ভালো আছি যেনো
এই ছায়াতে মায়াতে।

মধ্যরাতে আমাদের দাম্পত্যবিবাহ, সবুজ শরীর সেই
মেয়েদের সঙ্গে সমারোহ
কিন্তু পুনর্জন্ম নাই : একবার জন্মাই মরে যাই।
গোলাপ ও কবির মধ্যে এটুকু সৌহার্দ্য, এইটুকু মিল
এইভাবে হাওয়ায় হারাবে।
এই ভাঙা ইট, পাথরের ধুলো, পরিপার্শ্ব এই মলিন মধুর
তারা কতো অদম্য উড্ডীন, কতো পূর্ণতার দিকে যাত্রা
কতো সিংহবাহী
সে সবে চাঞ্চল্যহীন আরো সহজ ও গভীর উদাসীন
আমরা চির দহনদাহনপ্রিয় তোমাদেরই জন্ম সহোদর!
আমরা বন্দী কোথাও নিশ্চিত বন্দী তবু ঠিক কারো কাছে নয়

ফেরার সময় কিছু জন্মমৃত্যু খেলা, কিছু প্রাকৃত তন্ময়
পথের উপরে সেই লাটবন্দী দাম্পত্যবিবাহ
সেইখানে পাথর কুপিয়ে কিছু নদী খাল বন্দর বানানো,

তাছাড়া তেমন কোনো স্পষ্ট বাসা নেই, যা আছে তা
উসকো খুসকো গলির ভিতর
তেমন গরীব নই ভাঙা বাসা রেখেছি অম্লান
আমাদের অসীম অনন্ত অপচয় মধ্যরাতে দাম্পত্যবিবাহ
আর প্রাকৃত তন্ময়
জমিসন্ধ কেঁপে ওঠে কোনো কোনো রাতে এই বিবাহ বাসর
কিন্তু কোনো প্রাপ্তির অধিক কাম্য গচ্ছিত রাখিনি
বিদায়ে কাঁদাবে!

শুধু ফেরার সময় মায়া মানুষের মতো, যেনো সুখস্পর্শ
যেনো অন্ধকারে সম্ভাব্য আলোর এক অদৃশ্য আগ্রহ
যেনো সবুজ শিকারী
আমাদের এই বুকে এতটুকু মায়া শুধু স্পর্শ করে আছে
এতোটুকু ভালোবাসায় খেয়েছে
হয়তো এইখানে কোনো এক ছায়াতে মায়াতে
আমরা বন্দী হয়ে আছি!
তাছাড়া অন্য কোনখানে স্বচ্ছ চিহ্ন রাখি নাই
আমাদের পা বড়ো মায়াবী হেঁটে যায় চিহ্নও রাখে না।

দেয়ালে যেটুকু পড়ে মুখ থেকে মধ্যবর্তী দুপুরের ছায়া
সে ছায়াও অপরাহ্ণে মেলাবে,
আমরা জন্মাই মরে যাই আত্মীয় আত্মজ কিছু নাই
গোলাপের বংশে জন্ম আমাদের আমরা কবি, আমরা
সকাম সন্ন্যাসী, আমরা অসংলগ্ন গৃহস্থ মানুষ
কোনো কোনো রাতে কেঁপে ওঠে আমদের অনন্ত বাসর
আমরা কবি আমরা চির দহনদাহনপ্রিয় তোমাদেরই জন্ম সহোদর!

তোমরা কেনো এভাবে তাকাও

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি না তোমরা কেনো
এ ভাবে তাকাও
আমি কি ঘাসের মধ্যে কালো সাপ,
কালো আগন্তুক!

মনে হয় শীতবৃষ্টি হেমন্ত কুয়াশা ভিজে এখানে এসেছি
একদিন ছিলো বাসা তৃণের তাঁবুতে, অদূরে পাহাড় মেঘ কোলাকুলি
আরো গাঢ় ছায়া, আরো নদীর আরম্ভ, মনে আছে
তোমরা কেনো ইট কাঠ খড়কুটো এ ভাবে সরাও
এ ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখো যেনো বড়ো বেশি আনকোরা টাকা!
আমি তোমাদের ঠিক কেউ নই, হয়তো জলের ভিতর এক ধরনের
মাটির গন্ধ
এইভাবে হয়তো কিছু হয়েছে আত্মীয়।
হয়তো এখনো আমি কথা বলি মানুষের আদিম ভাষায়
সেই ভালোবাসায় আপাদমস্তক জড়িয়ে আছে
তোমরা কেনো এ ভাবে তাকাও এই পাথরের মতো কালো চোখে!

মনে হয় পথ হারিয়ে এসে পড়েছি এই লেনের ভিতর এই খোলা বাড়িতে
এখানে আমাকে কেউ চেনে না.

দীর্ঘ হাওয়ার মধ্যে, দীর্ঘ অন্ধকারের মধ্যে আমি বড়ো নুয়ে পড়েছি
তোমরা কেনো এ ভাবে তাকাও
আমি কি ঘাসের মধ্যে কালো সাপ, কালো আগন্তুক!

সুখীমৃত্যু

মুখ দেখে তোমাকে চিনেছি, দুঃখে নয়
আনন্দে আমার মৃত্যু হবে আমি সন্দেহ করি না
তবু সস্নেহে জেনেছি তুমি সেই প্রিয় মৃত্যুসখা
তুমি সেই প্রিয়তম মানুষের প্রত্যাশিত মুখ
শীতগ্রীষ্মে তোমাকেই স্মরণ করেছি। একদিন গ্রাম ছেড়ে
গৃহস্থালি ছেড়ে নদীর ভাঙন ছেড়ে এসেছি এখানে
এই শহরের আলোকিত উৎসবের নীচে, ব্যবধানে
মনে হয় তোমরা সবাই আজ আমার মৃত্যু চাও
নিকটে তাকালে তার নিদর্শন দেখি, বড়ো ভীত হই,
এমন কবিত্ব কিছু নয় প্রকৃতই মরিতে চাহি না।
শুনেছি শীতের শেষে এইখানে সমারোহ হবে
হাওয়ায় উদ্ভিদে ঘাসে ফুলেজলে নতুন পাতায়
সমস্ত বোধের উৎস খুলে যাবে আর মানুষের
উৎসাহ জাগাবে, সে রকম সুখী হবে লোকে।
আমি তাই আয়ত্তের অধিক চলেছি যেনো এইভাবে
উড়িয়ে পুড়িয়ে আমি ঝড়ে খসে যাই। শুধু মনে মনে ভয়
পাছে তৃপ্তি পাই পাছে সুখী হই পাছে মৃত্যু হয়,
বিবাহিত সুখ তাই স্পর্শও করেনি, কামে প্রেমে আরো
হয়েছি সন্ন্যাসী, সুখী আমি একথা বুঝেছি আজ ভিতরে বাহিরে
তাই ঘরছাড়া তাই অন্যমুখী তাই এভাবে উড্ডীন
একদিন ভালোবাসা ছাড়া আর অন্য খেলা আমার ছিলো না
আজ বড়ো ভয় পাই ভালোবেসে যদি বন্দী হই
তাই জড়ত্বে সঁপেছি, অন্ধকারে হাওয়া এসে লাগে
এই মূক বন্দী প্রাণে আমি টের পাই। তোমাকে চিনেছি
আমি মুখ দেখে ব্যবহার দেখে তুমি দুঃখ নও
তুমি শারীরিকভাবে সহনীয়, তুমি সুখ,
এইখানে এই সুখে আমার মৃত্যু হবে।

তুমি

তোমাকেই আজো মনে মনে করি উপাসনা ভাবি স্মরণযোগ্য
বহু বেদনায় বহু ব্যবধানে তোমাকেই আজো অসময়ে খুঁজি,
তুমি ছাড়া কোনো স্মরণযোগ্য নারী নেই আর নাম নেই আর
তোমার প্রতিভা এই শতাব্দী তারও বেশীকাল পাবে প্রাধান্য
আমাদের ঢের বয়েসের বেশী তবু আমাদের বয়সের চেয়ে তারুণ্যময়
তোমারই রূপের দুরন্তখ্যাতি এ শহরে আজো প্রবাদতুল্য!
আমাদের যুগে তুমিই মাত্র স্মরণযোগ্য রমণীর নাম তুমিই মাত্র গূঢ় স্মরণীয়
তুমিই মাত্র বান্ধবী নারী অসামান্যা আর সকলেই বধূ বা কন্যা এভাবে ধন্য
তোমাকেই আজো মনে মনে করি উপাসনা ভাবি স্মরণযোগ্য।
এই শহরের বিরুদ্ধ পথ একাকী যখন পাড়ি দেই বড়ো প্রবাসীর মতো
অতি সাবধানে হাত রাখি কোনো গোলাপের গায়ে গাঢ় প্রেরণায়
তোমাকেই করি উপাসনা করি বহু প্রশস্তি আপনার প্রিয় প্রাচীন ভাষায়,
ফুল তুলি আর ফসলের কোনো ঋতুতে যখন আমি উৎসাহী
স্বপ্ন জাগাই, সেই উৎসবে মনে মনে ভাবি তোমকেই শুধু স্মরণযোগ্য
বহু বেদনার বিস্তৃত পথ পাড়ি দেই একা বিক্ষত পায়ে, কখনো একাকী
এইখানে এই সামান্য ছায়া তার নীচে বসে দীর্ঘজীবন দৃঢ় অবসান
তবু তোমাকেই মনে মনে করি স্তুতি বন্দনা তোমাকেই ভাবি স্মরণাযোগ্য
আমাদের যুগে তুমিই মাত্র স্মরণীয় নারী স্মরণীয় নাম
তোমারই রূপের খ্যাতি ও প্রতিভা এ শহরে আজো প্রবাদতুল্য!

সামান্য জল

(বিপ্রদাশ বড়ুয়া-কে)

অষ্টপ্রহর নদীর ধারা গভীর বহনীয়
বুকের মধ্যে সামান্য জল সহজ স্মরণীয় :
সাগর জোড়া নোনা জলের গহীন গহনতা
বুকের ভিতর শান্ত জলে অশান্ত তীব্রতা।
চোখের ধারা বুকের ধারা উষ্ণ অধীর জল
তাহার চেয়ে সাগর নদী সরল সমতল :
নদীর ধারা নদীর বুকে সহজ বহে যায়
বুকের গোপন জলের ধারা কোথায় রাখি হায়!
সাগর ভরা জলের চেয়েও আমার বুকে জল
তোমার গভীর সংবেদনায় নিবিড় টলমল!

এক দুর্ভিক্ষের চাঁদে

এতো ফুটফুটে চাঁদ ও জ্যোৎস্নায় কেনো মানুষের ক্রুর মৃত্যু হবে
হা-করা হাভাত কেনো খেয়ে ফেলবে গোলাপের আসন্ন আবাদ
এই শুভ্র এই সম্প্রকাশ এই চারু ও জড়িমা, তবু কেনো
এইখানে মানুষের অসহায় অন্ধ মৃত্যু হবে!
হায় এতো শিশুমৃত্যু এতো অনাহার এতো হুহু হুতাশন
এতো নিরন্ন মিছিল, এতো শোক সর্বনাশ
প্রতিদিন শিশুদের মরা মুখ মৃত খুলি, আর
মানুষের মহিমা কোথায়!
আহারের খোঁজে এই পিপড়াও জাঙালে নেমেছে
এক কণা চাল কোনো সবুজ ভাঁড়ার থেকে ঐ মৃত জঠরে পড়েনি
এতো ফুটফুটে চাঁদ ও জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষের ক্রুর মৃত্যু হবে!
এই চাঁদ ও গোলাপ কিংবা মানুষের মেধা কোনো মীমাংসা দিলো না
কোনো শান্তির্বচন, কোনো স্বস্তি মন্ত্র, কোনো উপাস্য অমোঘ বরাভয়
হায় মৃত্যু, হায় ক্ষুধা, হায় সবুজ তণ্ডুল!
এই ফুটফুটে চাঁদই চালের কণা, মিহিভাত,
জ্যোৎস্না এই উষ্ণ ফেনের আঘ্রাণ
গোলাপের ভিতরেও কাঁকর মাখানো কালো কৃষ্ণবর্ণ চাল
এই চাঁদ ও গোলাপ ওরা আমদের দৈনিক আহার
তবু কেনো আ অন্ন শিশুর মৃত্যু, হাহাকার, হা দুঃখ হা দাহ
হা চালের আড়ত।
এতো ফুটফুটে চাঁদ ও জ্যোৎস্নায় কেনো মানুষের ক্রুর মৃত্যু হবে
যতো শান্তি, যতো সম্প্রকাশ হবে মানুষের লোকোত্তর মেধা
কেনো মৃত্যু, কেনো অন্নাভাব, কেনো হুহু হুতাশন!

যাও সংগমে সংকারে, প্রেমে
(সিকদার আমিনুল হক-কে)

সংগমে সংকারে নেমে মানুষের দূরে, আরো এক অতিদূরে
চলে যেতে হয়
আরো এক বিশুদ্ধ বিলুপ্ত জল তুলে নিয়ে আপাদমস্তক সিক্ত
করে নিতে হয়। অতৃপ্ত তৃষ্ণায় ক্লান্ত, সুখী, শোকমগ্ন
কিংবা শিহরণস্নাত মুখ শিশুদের মতোন নিরীহ
তোমরা মানুষ, এই মায়া তোমাকে সম্ভব। এই প্রেম, এই তৃষ্ণা, এই
সফলতা, এইভাবে একে একে সজ্ঞাহীন অবগাহনে গমন।
কোনো একদিন এই মায়াময় পথের সীমায় হবে দুজনের মুখোমুখি দেখা
কেউ কাকে শুধাবে না, তবু সেইখানে জন্মাবে আবার এই আত্মঘাতী
মানুষের মেধা, মনুষ্যতা।
না হলে তোমরা নারী শুধু উরুসর্বস্ব অশ্লীল মেয়ে, শুধু স্থূল
সংগমের স্পৃহা
জন্মহীন জন্ম দিয়ে যাবে। মনে হয় তোমাদের একদিন ক্রমান্বয়ে
নেমে যেতে হবে
দূরে, আরো অতি দূরে যেতে যেতে সংগমে সংকারে নেমে
আরো এক বিশুদ্ধ মাটির মর্ম জেনে নিতে হবে। কী সে প্রতিমা
কী সে প্রতীক, তোমরা তাহারো বেশি উন্দামতা পাবে।
না হলে এ নারী হবে উরুর অশ্লীল, কোনো মর্মগ্রাহী নয়
মাত্র গ্রীসের গণিকা, মেয়ে অধর্ম অশ্লীল!
কোনো একদিন, একদিন সংগমে সংকারে নেমে মানুষের আরো
দূরে, আরো অতি দূরে চলে যেতে হয়।
আরো এক শস্যের সম্মুখে এসে ক্লান্ত করতল মেলে ধরো
আরো এক শস্যের সম্মুখে এসে নতজানু হও, আরো এক শস্যের
সম্মুখে এসে
নগ্ন হও তোমরা এখন
তোমরা প্রার্থনা করো হে মানুষ, নগ্ন নতজানু সংগমের সহিষ্ণু মানুষ
সংকারের সন্তপ্ত মানুষ, তোমরা প্রার্থনা করো
আসন্ন মানুষ যারা তোমাদের সংগমে সংকারে জন্ম নেবে

তারা যেনো জয়ী হয়, তারা যেনো না হয় এমন আর বারবার
তোমাদের মতো ব্যর্থ পরাজিত, ব্যর্থ পরাজয়ে নত।
যতোদূর যেতে পারো
নেমে যাও সঙ্গমে সংকারে প্রেমে সহিষ্ণু মানুষ
সেই এক জলোদ্ভব হোক, শুদ্ধ সনাতন মাটি সেই
মহিমামণ্ডিত মর্মোদ্ধার। ক্ষেতময় অপেক্ষায় আছে
তোমাদের শুষ্ক পক্ব পরিণত ধান
নেমে যাও সঙ্গমে সংকারে প্রেমে সহিষ্ণু মানুষ
দূরে, আরো এক অতিদূরে, কাছে।

ছুটি চাই নিমন্ত্রণ চাই

ছুটি চাই নিমন্ত্রণ চাই। আমি বাস্তবিক
অস্থির হয়েছি, একা অন্যদিকে যাবো
আশ্রয় নিতান্ত কিছু নির্বাসিত বাড়ি
খোলামেলা হাওয়া চাঁদ ব্রীজের উপর
এইখানে প্রকৃতির স্পষ্ট মুখোমুখি
মনে হবে স্বচ্ছ কিছু বোধ বাকি ছিলো।
বহুদিন সামাজিক কাজে এই মানুষের সাথে
মানুষের আরণ্যক গূঢ় সাংকেতিক সে সব জেনেছি
আরো অতিশয় অদৃশ্য মূঢ়তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে
বেঁচে আছে। মানুষের ইতিবৃত্ত রক্তাক্ত গভীর
বড়ো দুঃসহ জটিল বড়ো হিংস্র ভয়ানক
মানুষের ইতিবৃত্ত খুনে রক্তে ঠাসা, তাই চাই
স্বাস্থ্যোদ্ধার সামাজিক হাওয়ার বাহিরে
অন্যান্য গার্হস্থ্য ফেলে মাটি পথ দেবদারু
বুনো ঝাউবীথি, মাঝে মাঝে জেগে ওঠে, অন্য কথা বলে
সেইখানে ছুটে যাবো অস্থির শিশুর মতো
ছুটি চাই নিমন্ত্রণ চাই।

তিনি এক স্বপ্নচারী লোক

আমার বাবার এখন দ্রুত পাল্টাচ্ছে চোখ তাকে ততো ব্যথিত লাগে না
তিনি অনায়াসে ঘাসের ভিতরে আরো পতঙ্গের উৎসাহ দেখেন,
মানুষের নব জাগরণ.
অতিশয় ব্যগ্র তিনি পৃথিবীর ভালো দেখতে চান.
তাকে আর ব্যথিত লাগে না।
সহজে এখন তিনি পাপীকেও তীর্থধূলির মতো বুকে তুলে নেন।
একদিন যেমন তিনি শস্যের সম্ভাব্য ক্ষতি নিশ্চিত জেনেও তবু বলেছেন.
বর্ষণ থামার বেশি বাকি নাই. এবারের শস্যরক্ষা হবে
উথালপাতাল সেই ভাঙনের স্রোতে আমাদের দক্ষিণের দুটি ঘর
ভাসমান দেখে
তবু তিনি কীভাবে যে বলেছেন আমাদের বাড়ি আর বিশেষ ভাঙবে না,
ভাঙনপ্রবণ এই নদীকেও কোনোদিন এতোটা বিশ্বাস কেউ করে
যেনো তিনি এইভাবে বিশ্বাসের বলে ঠেকাবেন যতো সর্বনাশ। এখনো
তেমনি তার অথৈ বিশ্বাস
সুখী হবে দুর্গত দুঃখিত এই দেশ, দুর্দিনের দাহ লেশ মুছে যাবে
এই অনশন, অন্নাভাব, অগ্নিমূল্যে বেঁচে থেকে তিনি
অকাতরে এখনো বলেন, আর চাল দুর্মূল্য হবে না. দেখো এইবার
ঠিকই পাওয়া যাবে অপর্যাপ্ত শিশুখাদ্য দেশে
লোকে তার কথা শুনে হাসে। আমি ভাবি স্বপ্ন আর কোথাও নেই
শুধু তার এই দুটি চোখে
না হলে সবুজ তণ্ডুলে এতো কাঁকরের বিষ কেনো তার চোখেই পড়ে না!
বাবার চোখের দিকে আমি ভয়ে তাকাতে পারি না। কী করে যে
তার প্রায় অবলুপ্ত এই দুটি চোখে এতো ভরসা রাখেন
এখন তো তার এই চোখ দ্রুত পাল্টাচ্ছে প্রত্যহ এখন হয়তো সবুজকে
তিনি আর তেমন সবুজ দেখেন না
চশমার পয়েন্ট তার দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তাহলে কী হবে
আমি জানি তবু এই গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন চোখে তিনি

আমাদের ভবিষ্যৎ বড়ো বেশি উজ্জ্বল দেখেন। আমার বাবার মতো
বিশ্বাসী লোক আমি কখনো দেখিনি
তার এখন বয়স বেড়েছে বেশ বোঝা যায় আর ততো তাকে মনে হচ্ছে
তিনি এই পৃথিবীর প্রকৃত প্রেমিক শুধু ভালো দেখতে চান
জেনে যেতে চান বুঝি ব্যথিত বৃক্ষের অব্যাহতি মানুষের কুশল কল্লোল
না হলে কী নিয়ে যাবেন তিনি অতো দূরে নিতান্ত একাকী শেষবেলা,
তাও বুঝি!

আমি জানি আজীবন আমার বাবার এই সামান্য বিশ্বাস ছাড়া তেমন
আর কিছুই ছিলো না
শুধু এইটুকু নিয়ে তিনি দুঃসময়ে আমাদের আদিগন্ত দিয়েছেন দোলা
নিজে তিনি পুড়েছেন ব্যর্থতার রোদে বিপর্যয়ে এই একাকী মানুষ,
তবু চিরদিন তিনি বড়ো স্বপ্নচারী লোক
সেই স্বপ্ন আজো তার চোখে, তাকে ততো ব্যথিত লাগে না।

তোমরা কেমন আছো

তোমরা কেমন আছো হে আমার গভীর রাতের আহত কবিরা
তোমরা কেমন আছো
কেমন আছো আমার ফেলে আসা কবিতা তুমি কেমন আছো, কেমন
আছো তোমরা সুখ দুঃখ, তোমরা তোমরা?
আমি বহুদিন তোমাদের ফেলে এসেছি. মধ্যরাতের চাঁদ তোমাদের
তোমরা কেমন আছো. সবাই কেমন আছো. তোমরা সব্বাই?
আমি বেশ কিছুকাল তোমাদের সঙ্গছাড়া, বেশ কিছুকাল
অলস নিদ্রায়. অসুখে. আচ্ছন্নতায় শুয়ে আছি, শুয়ে আছি
তোমাদের সকলের স্নান. সন্ধ্যালাপ. প্রত্যূষের উপাসনা মন্ত্র
আমার মনে পড়ে. হে পাখি, বসন্তরাত্রির একলা কোকিল
তোমাদের
শহরের সব নার্সারীর প্রত্যহ দর্শক তোমরা. পানশালার
নিমগ্ন প্রেমিক
ভবঘুরে. ছন্নছাড়া. ভাই, তোমরা কেমন আছো
নারী তুমি কেমন আছো. বৃক্ষ তুমি কেমন আছো. কেমন.
শস্য তুমি আছো. নদী তুমি আছো.
তোমাদের নিজস্ব স্বভাবে আজো তোমরা কবি।
তবু একবার বলো, তুমি বলো. তোমরা বলো. বলো
নারী তোমরা কেমন আছো. বৃক্ষ তোমরা কেমন আছো
তোমরা কেমন আছো. মানুষ?

পা কাঁপে আমি দ্বিধাগ্রস্ত

(রফিক আজাদ-কে)

হয়তো কোথাও কোনোভাবে এখন বাঁধা পড়ে গেছি, বাঁধা পড়ে গেছি
তাই পা কাঁপে তাই দ্বিধাগ্রস্ত এমন সহজে পারি না।
তিন ফুট বাই দেড় ফুট একটা ছোট্টো মশারির ভিতর

আমার এখন সামান্য দুর্বলতা, আমি বুঝতে পারি
খুব দূর থেকেও সেদিকে তাকিয়ে থাকি। এমন মাইল

মাইল ব্যবধান, এমন দূরত্ব সেই ছোট্টো হাল্কা হলুদ একটা মশারির ভিতর
আমার এই চোখ আমার এই ইন্দ্রিয় বড়ো আবদ্ধ রয়েছে
হয়তো আমি এখন কিছুটা স্নেহপ্রবণ, কিছুটা পিতৃতুল্য
এতোদিন বুঝতে পারিনি একটা হাল্কা হলুদ
এতোটুকু মশারির ভিতর এতোটা রহস্য ছিলো আমার জন্য
এই সামান্য বুকের ভিতর কোথায় ছিলো এই পিতৃত্ব,
কোথায় ছিলো এই জলগড়ানো কান্না, এই ব্যাপ্তি, বুঝতে পারিনি
মাত্র একটা মশারির জন্য এখন আমি অনেক বেশী ক্ষমাপ্রবণ,
অনেক স্নেহকাতর
এমনকি কাঁটার ভয়ে ফুল তুলতে পারি না
আঙুল কেমন গুটিয়ে আসে

কোথাও আমার তেমন কিছুই নেই, এই তিন ফুট বাই দেড় ফুট একটা
মশারির ভিতর

একটা পাখির বাসা হচ্ছে, ফুল ফুটছে, পাথর ভেঙে একটা নদী হচ্ছে
তার ঘ্রাণ, তার শব্দ, আমি আভাস পাচ্ছি

এইখানে এই লোহার শিকের অস্থায়ী একটা মশারির ভিতর
আমি বাঁধা পড়েছি

যাকে কোনো মায়া, কোনো মৃত্যু কোনোদিন
স্পর্শ করেনি, স্পর্শ করেনি
সেই হাওয়ার মতো স্বাধীন
আমি হয়তো কোথাও কোনোভাবে
এখন বাঁধা পড়ে গেছি, বাঁধা পড়ে গেছি
তাই পা কাঁপে তাই দ্বিধাগ্রস্ত, সহজে পারি না
এতোটা আসক্তি ছিলো, এতোটা পিতৃত্ব ছিলো
বুঝতে পারিনি, এতোটা বন্ধন ছিলো এই বুকে!

শব্দ

শব্দ আমার ভালোবাসার পাত্র
মাত্র তাকে দিয়েছি এই শান্তি কোমল শান্তি
আরো অনেক দিনের দাহ, রাতের হেমকান্তি
তবেই হবে শব্দ আমার গভীর প্রিয় পাত্রী!
শব্দ আমার ভালোবাসার বাগানবাড়ির বৃক্ষ
একখানি ডাল আকাশমুখী, একখানি তার পরম দুঃখী
আর একখানি ছুঁয়েছে কোন গোপন দুর্নিরীক্ষ!
এতোদিনতো শব্দ কেবল শব্দ কেবল শব্দ
বুকের গভীর জলের ধারা তবেইতো সে স্বচ্ছ,
শব্দ তখন অধিক প্রিয় শস্যশালীন স্মরণীয়
শব্দ তোমায় শান্তি শান্তি! শব্দ তোমায় হৈমকান্তি!
শব্দ তখন ভালোবাসার চিরকালীন পাত্রী!
এই শব্দে করেছি তোমায় শিল্প আমি শুদ্ধ
শব্দ তোমায় শান্তি শান্তি! শব্দ তোমায় হৈমকান্তি!
শব্দ তোমায় শব্দ!